OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 793 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 793 - 801
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রোকেয়ার চেতনা ও আজকের নারীশিক্ষা

ড. নবনীতা বসু হক
সহযোগী অধ্যাপক
চিত্তরঞ্জন কলেজ, কলকাতা
Email ID : nabanitabasuh@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Rokeya's visionary educational philosophy remains highly relevant today.

Abstract
Rokeya Sakhawat Hossain championed women's education not merely as a means of personal empowerment but as a crucial factor in the progress of society as a whole. Her ideas emphasized:
1. Education as Liberation – Rokeya believed that ignorance was the main barrier to women's progress. Without education, women remained subjugated, which in turn weakened society. Reapplying her thoughts means ensuring access to quality education for all women, especially in marginalized communities.
2. Moral and Social Upliftment – She viewed education as a tool for instilling ethics, social awareness, and a sense of responsibility. In today's world, where moral values often take a backseat, her vision can inspire an education system that nurtures not just academic knowledge but also social consciousness.
3. Economic and Political Participation – Rokeya saw women's education as the key to their economic independence and active role in decision-making. By reintroducing her ideals, we can encourage more women to take leadership positions, reducing gender disparity in governance and industry.
4. Cultural Reform and Progressive Thought – Rokeya criticized rigid traditions that kept women confined. Her forward-thinking approach to reforming social norms through education is still needed to challenge regressive ideologies and promote gender equality.
Reapplying her educational philosophy today means designing curricula that encourage critical thinking, gender sensitivity, and practical skills for women. It also requires policy changes to ensure education is accessible and inclusive. Only by following her vision can we prevent further social decay and move toward a more just and progressive society.

Discussion

১. ভূমিকা : রোকেয়াই সর্বপ্রথম মাইয়াখানা প্রথা সম্পর্কে লেখেন, -

> "গত ১৯২৪ সনে আমি আরায় গিয়াছিলাম। আমার দুই নাতনীর বিবাহ এক সঙ্গে হইতেছিল। বেচারীরা তখন মাইয়াখানায় ছিল। – আমি মজুর জেলখানায় গিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পারি না। সে রুদ্ধ গৃহে আমার দম আটকাইয়া আসে। – শেষে সবুর হিস্টিরিয়া রোগ হইয়া মারা গেল।"[১]

বিহারে ছ-সাত মাস ও কলকাতা ছ-সাত দিন বিয়ের আগে একটি আলো-বাতাসহীন ঘরে পাত্রীকে রাখা হত। বাইরের আলো দেখা ছিল নিষিদ্ধ। অধুনা মাইয়াখানা প্রথা হয়তো এখন অবলুপ্ত, কিন্তু নারীর বাল্যবিবাহ নয়।

কোন শতক গড়বার, কোন শতক আবার ভাঙনের। আবার কোন শতক পচনের। রোকেয়ার নারীশিক্ষার প্রসারে প্রায় একাকী উদ্যোগের পটভূমিকা আলোচনার পটভূমিকায় উনিশ, বিশ ও একুশ শতক প্রসঙ্গে উপরোক্ত কথাগুলি একটু মনে রাখা দরকার। রোকেয়া যে ভিতের উপর দাঁড়িয়ে সমাজে নারীশিক্ষার দিকে চোখ মেলেছিলেন, সে সময়টাতে মরচে পড়েছিল বাঙালি বিশেষত মুসলিম নারীর জীবনে।মধ্যযুগের বাঙালি মুসলিম নারী অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভর ছিল। শিক্ষিত ছিলেন উচ্চবিত্ত রাজপরিবারের অনেকেই। প্রাচ্যদেশীয় নারীশিক্ষা, স্বনির্ভরতা, ভারতের নিজস্ব বিজ্ঞান চর্চার ধারা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়েছিল ইংরেজ আগমনে। আর ইংরেজ আমলে ছিল চেপে রাখা ইতিহাস। রোকেয়া সেই সময়টাতেই শিক্ষার প্রদীপ জ্বালতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

২. বাল্যবিবাহ : আবার রোকেয়া রচিত 'নার্স নেলি' আখ্যানে বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধিতা করলেও নায়ীমাকে বিয়ে করেছিল অবশেষে কালেক্টর। সেটা তাঁর দ্বিচারিতা। রোকেয়া সেটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। বর্তমানে দেখা যায়, এখনও প্রান্তিক ও দরিদ্র মুসলিম নারীর পরিবারে বাল্যবিবাহ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের মনিরার মত মুসলমান সম্প্রদায়ের নারী ক'জন আছেন? যিনি নিজের বাল্যবিবাহ আটকান! সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জে গ্রামের মেয়েদের পড়াশোনা আর ফুটবল খেলাতে উৎসাহ দেন! নিজের পরিবারকে বৃক্ষের মতো ঠাণ্ডা ছায়ায় জড়িয়ে রাখেন মনিরা। মনিরা জানান, -

> "বাবা হার্টের ব্যামোয় আর কোনও কাজ করতে পারেন না। মায়ের এক রোগ। হাঁটা চলাই বন্ধ।ঘরে আরও তিন বোন। সংসার চালানো কঠিন।"[২]

একুশে দাঁড়িয়ে বিধ্বস্ত সমাজ - এই ছবি এখন স্পষ্ট। বাড়ছে বাল্যবিবাহ, দারিদ্র্যের পাশে নারীর স্কুলছুট চিত্র। ঠিক যে অন্ধকার দূর করতে রোকেয়া মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য আলোকবর্তিকার সন্ধানে অগ্রসর হন। সেই শিখা এখন মৃয়মাণ। জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও ভারতে নারীরা শিক্ষা সংক্রান্ত সূচকগুলিতে একই মাত্রায় নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করে না। 'প্রাথমিক ভাবে বলা যেতে পারে যে আমরা প্রাথমিক স্তরে ১০০ শতাংশ ভর্তি অর্জন করেছি এবং লিঙ্গ সমতা সূচকে ১.০১ অর্জন করেছি। তবে, যখন গুণগত দিক এবং শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বিবেচনা করে গভীর বিশ্লেষণ করা হয়, তখন আমরা সকল স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য দেখতে পাব। বেসরকারি স্কুল, উচ্চমানের প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং পেশাদার কোর্সে মেয়েদের ভর্তির হার পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। তাছাড়াও, জ্ঞানীয় দক্ষতা, গণিত এবং পড়ার ক্ষমতায় মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে। সংক্ষেপে, মেয়েরা এখনও মানসম্পন্ন এবং পেশাদার শিক্ষা পেতে তাদের পুরুষদের সাথে সমান হতে লড়াই করছে। এছাড়া পিতামাতার আচরণ, পরিবারের মধ্যে সম্পদ বরাদ্দ, সাংস্কৃতিক নিয়ম, নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য এই বৈষম্যের জন্য দায়ী করা যেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধটি শিক্ষাগত উন্নয়নে নারীর অবস্থান, বৈষম্যের সাথে সম্পর্কিত কারণ এবং নির্ধারক এবং শিক্ষায় নারীর পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য সরকারি নীতি বিশ্লেষণ করবে।[৩]

৩. কোভিড-১৯ : একটি গবেষণাপত্র জানাচ্ছে, -

> "কোভিড-১৯ বাল্যবিবাহের উপর কি প্রভাব ফেলেছে তা এখুনি বলা না গেলেও ইবোলা সংকটের মতোই— ধারণা করা যায় এই সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হবে নারী ও শিশুরাই। – স্বাভাবিক সময়ে বাল্যবিবাহের পশ্চাদে যে কারণগুলি থাকে জরুরি পরিস্থিতিতে সেগুলি আরও বৃদ্ধি পায়।"[৪]

কোভিদ-১৯ ভারত ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষত নারীশিক্ষাতে প্রভাব ফেলেছে। –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 793 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলাদেশের মেয়ে সোহনা। স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হবার। কোভিদে স্কুল বন্ধ হওয়ার সময় সোহানা দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল এবং মহামারির বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার আঠারো মাস পর চতুর্থ শ্রেণিতে উঠবে বলে আশা করা হয়েছিল। সোহানার শিক্ষক বলেন, যে সময় শিশুদের বাক্য তৈরি করা শেখার কথা তখন তাদের পুনরায় বর্ণমালা শিখতে হয়েছিল। সোহানার মতো অনেকেই স্কুল পুনরায় খোলার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে ফিরে যায়নি। এমন ঘটনা তাদেরকে সহপাঠীদের তুলনায় আরও পিছিয়ে দেয়।[৫] অন্যদিকে বাংলাদেশে এক সমীক্ষা বলছে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪১ ভাগ মেয়ে শিক্ষার্থী এবং ৩৩ ভাগ ছেলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে।[৬] নারীর সংখ্যা এই সমীক্ষায় কম।

৪. ব্যক্তি উদ্যোগ থেকে সরকার বনাম সরকারি উদ্যোগ থেকে ব্যক্তি উদ্যোগ : উনিশ শতকেই রোকেয়া চেয়েছিলেন নারীশিক্ষার অগ্রগমন। রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত স্কুল সরকার নাম পরিবর্তন করলে স্যার গজনবী, মরহুম সৈয়দ নবাব আলী অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। রোকেয়া লিখেছেন, -

> "দেখুন, গর্ভমেন্ট এই স্কুলের নতুন নামকরণ Goverment HE School for Muslim Girls করেছে।"[৭]

রোকেয়া জানতেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি সরকারি সাহায্য পেলে বাঁচবে স্কুল, অব্যাহত থাকবে মুসলিম নারীর শিক্ষাও। সরকারি সাহায্যে স্কুলের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। স্কুল নিয়ে তাঁর চিন্তা ছিল। এজন্য তিনি ব্যক্তি স্বার্থের কথা ভাবেননি। এক অজ্ঞাতনামাকে একটি চিঠিতে লেখেন, -

> "স্কুলের একটা বাড়ি হল না, হেড মিস্ট্রেসের ঠিক নেই। এই দুটি সমস্যার ওপরে আবার ফরিদপুর ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে নানা গুজব শুনতে পাচ্ছি। ওখানে আমাদের ২৫,০০০ টাকা রয়েছে।"[৮]

ভারতে নারীর স্কুলছুটের জন্য সাম্প্রতিককালে যুক্ত হয়েছে দুটি কারণ।

এক : সরকার পোষিত স্কুল উঠে যাওয়া।

দুই : ভারতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০।

অথচ সরকারকে কর দাতাদের এডুকেশন সেস দিতে হয় ৪%। তবুও এই বাংলাতে, যা ভারত সরকারের অধীন অঙ্গরাজ্য, সেখানেও সরকার পোষিত স্কুল উঠে যাচ্ছে। অন্যদিকে ভারত সরকার নতুন শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণ করে দিতে চাইছে। সরকারি স্কুল তারা তুলে দিতে চাইছে, এই বঙ্গ এখন ভারতের নীতি কার্যকর করার দিকে। শিক্ষাক্ষেত্রে কমছে সরকারি বরাদ্দ। ডিজিটাল এডুকেশনের নাম করে শিক্ষার বাইরে বার করে দেওয়া হচ্ছে প্রান্তিক অংশের ছেলেমেয়েদের।

কিছুটা বিরক্ত হয়েই টুম্পা সরদার বলেন, -

> "কি বলছেন, ইস্কুল বন্ধ হয়ে যাবে? এটা তো সরকারি ইস্কুল। দুপুরে খাবার দেয়।"[৯]

টুম্পারা ভাবে সরকারি স্কুল কখনও বন্ধ হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গেও নয়া শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে ভারত সরকারের অধীনে। অনেকগুলি সেমিস্টারের ধাক্কা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় পরে, মহাবিদ্যালয়, এই বছর থেকে বিদ্যালয় স্তরে নেমে এসেছে। ফলে বছরে একটির বদলে দুটি বা তিনটি পরীক্ষা হচ্ছে এবং পড়া লেখা ও শেখার সময় কমে গেছে। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা আমাদের দেশে এই কারণে স্কুলস্তর থেকেই ছুট দিচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি (নেপ - ২০) এর কিছু সম্ভাব্য কুফল হল, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার অভাব, সৃজনশীলতা ও স্বাধীন চিন্তাভাবনার অভাব এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চাপ বৃদ্ধি।

প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার অভাব : যদি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা না দেওয়া হয়, তবে বিশেষত সুবিধা বঞ্চিত ও গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা অর্জন করতে পারবে না।

সৃজনশীলতা ও স্বাধীন চিন্তাভাবনার অভাব : বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা এবং স্বাধীন চিন্তা-ভাবনাকে প্রায়শই দমন করে।

শিক্ষার মান এবং সুযোগের অভাব : শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চাপ বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক ও অবকাঠামোর অভাব শিক্ষার মান এবং সুযোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

পঠন-পাঠন পদ্ধতির পরিবর্তন : নতুন শিক্ষানীতিতে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন এবং পরীক্ষার পদ্ধতির পরিবর্তন শিক্ষার্থীদের জন্য চাপ তৈরি করতে পারে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধিক্য : সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও অবকাঠামোর অভাব দেখা যায়, যার ফলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ বাড়ে। শিক্ষার অধিকার আইনের কিছু দিক অবহেলিত হলে, শিক্ষার মান অবনয়ন হয়।[১০]

৫. ১৯৮৬ শিক্ষা নীতি : যদিও শিক্ষানীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল অসাম্য দূর করা। যারা এতদিন বঞ্চিত হয়ে এসেছে তাদের সবাইকে সমান সুযোগ সুবিধা দিয়ে এই অসাম্য দূর করতে হবে। সমাজে নারীদের বিশেষ মর্যাদার আসন দেওয়ার জন্য শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে মেয়েদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে শিক্ষালয়গুলিকে উৎসাহিত করতে হবে।

Women Education and National Policy on Education, 1986 : জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় নারীজাতির অগ্রগতির উপর বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছিল— The education of girls should receive emphasis not only on grounds of social justice, but also it accelerates social transformation.

এই নীতি এক ঝলক :

* মেয়েদের স্বাক্ষর করে তুলতে ও তাদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষালাভের পথে যেসব সমস্যা আছে তা দূর করতে হবে।

* বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষায় মেয়েরা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

* পেশাগত শিক্ষায় নারী-পুরুষের ভেদাভেদ দূর করতে হবে।

* প্রচলিত ও অপ্রচলিত নতুন পেশার ক্ষেত্র মেয়েদের জন্য খুলে দিতে হবে।

* সামাজিক ন্যায়ের দাবি ছাড়াও শিক্ষাকে নারীর ক্ষমতায়নের প্রধানতম হাতিয়ার রূপে বিবেচনা করা হয়েছে।

* সমসুযোগ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সামগ্রিকভাবে শিক্ষার বিষয়বস্তু ও প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে লিঙ্গগত বৈষম্য দূরীকরণের সুপারিশ করা হয়েছে নয়া শিক্ষানীতিতে।

* সর্বস্তরে সাম্য ও ঐক্যের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নারীর অবস্থানগত পরিবর্তনের প্রধান সূত্র হিসেবে শিক্ষা তার ভূমিকা পালন করবে। এর সাহায্যে দ্রুত নারীর ক্ষমতায়নের প্রসার ঘটবে।

* নতুন ধরনের পাঠ্যপুস্তক, প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের মনোভাব ও প্রশাসন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারীর ক্ষমতায়নকে ব্যাপকতর সহায়তা করবে।

এই কার্যক্রমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে নারীশিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছিল। নারীশিক্ষাকে প্রগতিশীল করতে প্রধানত যেসব কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে তা হল - স্কুলছুট মেয়েদের জন্য অবিধিবদ্ধ শিক্ষার কার্যক্রম প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা শিক্ষার মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারবে অথবা উপযুক্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে।

মুক্তবিদ্যালয় বা দূরাগত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ দূরবর্তী মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের আহ্বান জানানোর কথা বলা হয়েছে।

গ্রাম ও শহরের বস্তি অঞ্চলের মেয়েরা নানান কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষার সুযোগের অভাব ছাড়াও তাদের জল, জ্বালানি, পশুখাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়। পরিবারের ছোটো ভাইবোনদের দেখাশোনা করা বা পয়সার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 793 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিনিময়ে নানান কাজ করতে হয়। তাই লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। এজন্য সমন্বয়মূলক শিশুপালন কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে।

নারীশিক্ষা প্রসারে অন্যতম প্রধান বাধা গ্রামাঞ্চলে মহিলা শিক্ষিকার অভাব। তাই নারীশিক্ষিকা নিয়োগে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে। এ বিষয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শদান প্রক্রিয়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই এই পরিষেবার প্রসার ঘটানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নারীদের সমসুযোগ লাভের আবহ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও গণমাধ্যে জনসাধারণের চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। যোগাযোগের বিস্তার ও তথ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এই গণমাধ্যম নতুন প্রজন্মকে সচেতন করে তুলতে পারে। (National Perspective Plan regarding Women Education) এই পরিকল্পনায় ছিল, নারীরা যাতে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তুলনামূলক অবস্থান লাভ করতে পারে তার জন্য শিক্ষাক্রম গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। ভারতের কৃষ্টিগত, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে নারীশিক্ষার মান ও সংখ্যাগত উন্নয়নকল্পে বৈচিত্র্যময় শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পনায় বিকেন্দ্রীকরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নারীশিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি উদ্দেশ্য নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে, তা না হলে নারীশিক্ষার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলি অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নরূপ লক্ষ্যগুলি অর্জনের কথা বলা হয়েছিল—

* ৬-১৪ বছর বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, স্কুলছুট-এর সংখ্যা হ্রাস, অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধ।

* প্রতিটি নারীর বয়সোচিত উপযুক্ত, উন্নত মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে, যাতে তারা ছেলেদের সঙ্গে তুলনামূলক সাফল্য লাভ করতে পারে। "মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ও নিয়োগের সুবিধার জন্য বৃত্তিশিক্ষার ব্যায় সুযোগ প্রসারিত করার" পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

* নারীশিক্ষাকে লিঙ্গগত বৈষম্য দূরীকরণের অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করার জন্য শিক্ষা গ্রহণে বাধা অপসারণে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রথাগত পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যে লিঙ্গগত বৈষম্য নির্দেশিত হয় তা দুর করতে হবে।

* প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে ও আংশিক সময়ের পাঠক্রম প্রয়োগের মাধ্যমে তাত্ত্বিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর সুপারিশ করা হয়েছে।

* প্রতিটি পেশাগত শিক্ষার স্নাতক স্তরে শিক্ষার সুযোগ অধিক মাত্রায় প্রসারিত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

* শিক্ষার প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ আঞ্চলিক, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে অধিক সংখ্যক মেয়েদের অংশগ্রহণ ও যুক্তকরণের মাধ্যমে এক নতুন দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

* জাতীয় শিক্ষানীতি, প্রয়োগ কার্যক্রম (POA), জাতীয় সাক্ষরতা মিশন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীশিক্ষার প্রসারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে।

ভারতে স্বাধীনতার পর থেকেই নারীশিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র সংবিধান স্বীকৃত সমানাধিকারের জন্যই নয়, বা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিকরণই নারীশিক্ষা প্রসারের শেষকথা নয়। আন্তর্জাতিক স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটি যত গুরুত্ব লাভ করেছে, নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা, অপ্রথাগত বা মুক্তশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শিক্ষা ও সাক্ষরতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি। সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বেসরকারি উদ্যোগ।[১১] এই শিক্ষানীতিতে অনেকটা কার্যকর হয়েছিল নারী শিক্ষা।

স্কুলছুট তালিকাতে যদিও দেখা যাচ্ছে ২০১৭-১৮ থেকে ২০১৮-১৯তে ছুট সংখ্যা কমেছিল -

> "The dropout rate among boys in primary school — Classes I to V — was 1.44%, which was 13 basis points more than the dropout rate for girls, 1.31%. This was 1.42 for boys and 1.37 for girls in 2018-19, and 1.31 for boys and 1.53 for girls in 2017-18.

> Officials state education department said that in 2018-19 when the data was collated it was thought that this would be a single anomalous year, but the trend was again witnessed in 2019-20, which has the department worried. Officials said that the focus is on education of the girl child and the overall dropout rate. The overall dropout rate was constantly falling and was not a matter of concern.”[১২]

৬. স্কুলের অস্তিত্ব : বর্তমানে একটি প্রতিবেদন জানাচ্ছে, সংখ্যার অজুহাত দিয়ে ৮০০০ স্কুল পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। ড্রপ আউটের আওতায় পড়া ছেলে মেয়েদের স্কুলে ফেরানোর? দেড়শো বছর পূর্বে জন্মানো রোকেয়ার স্কুলের সরকারি সাহায্যের হিসেব নিকেশ করলে দেখা যাবে ১৯১৮ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত প্রায় সে সময় সরকারি সাহায্যের পরিমাণ ১২০০০ টাকা। গড়ে প্রতি বছরে ১২০০।[১৩]

৭. ঝুঁকে :

* বেসরকারি স্কুলে ভর্তির দিকে মধ্যবিত্তের ঝোঁক। বেসরকারি স্কুলের বেতন কাঠামো বেশি। মধ্যবিত্ত পরিবারে কন্যার থেকে পুত্রকেই পড়ানো হয় বেশি।

* ইংরেজি মাধ্যমকে মধ্যবিত্তের গুরুত্ব দেওয়া। ফলে সরকার পোষিত স্কুল উঠেই যাচ্ছে। সংখ্যা এর আগেই দেওয়া হয়েছে।

* মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা। যে জাতি যত তার নিজস্ব শিকড়কে অবহেলা করে ততই তার বৈষম্যমূলক ধারণাকে রূপায়ণ করে। বৈষম্য দূর না হলে লিঙ্গবঞ্চনার স্বীকার হয় নারী প্রথমেই।

* অন্য প্রদেশ সেখানকার ভাষা শিখতে হয়, এই বাংলায় সেটা হচ্ছে না।

* বাল্যবিবাহ। গৃহ বা অর্থ অর্জনী শ্রমিক তৈরি।

প্রহর, সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ জানাচ্ছে, সাক্ষরতার হার সর্বাধিক কেরালায়, দশম স্থানে বাংলা। তাঁরা বলছেন, - একটি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে কি শিক্ষাব্যবস্থার কোনো সরাসরি সম্পর্ক আছে? নাকি সামগ্রিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে শিক্ষার হার? নাকি প্রতিটি বিষয় আসলে পৃথক? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের চোখ রাখতে হবে পরিসংখ্যানের দিকে। আর সম্প্রতি ২০১৯ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে ন্যাশানাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস (এনএসও)। আর এই পরিসংখ্যানে যথারীতি সবার উপরে আছে কেরালা। দ্বিতীয় স্থানে দিল্লি। কিন্তু সামগ্রিক পরিসংখ্যান আরও বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে আমাদের সামনে।

যে ২২টি রাজ্যের তথ্য নিয়ে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে সবার নিচে আছে অন্ধ্রপ্রদেশ। সেখানে সাক্ষরতার হার ৬৬.৪ শতাংশ। অন্যদিকে কেরালায় সংখ্যাটা ৯৬.২ এবং দিল্লিতে ৮৮.৭। আর সমস্ত রাজ্যের গড় সাক্ষরতা ৭৭.৭ শতাংশ। তবে পরিসংখ্যান বলছে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাক্ষরতার গ্রাফ চলেনি। বরং দেখা গিয়েছে হিমাচল প্রদেশ এবং আসামের মতো তথাকথিত অনুন্নত রাজ্যেও সাক্ষরতার হার ৮৬.৬ এবং ৮৫.৯ শতাংশ। অথচ মহারাষ্ট্র, গুজরাট বা পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যও অনেকটাই পিছিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার ৮০.৫ শতাংশ, যা অবস্থান করছে দশম স্থানে। তালিকার একেবারে শেষ ৫ রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, তেলেঙ্গানা এবং উত্তরপ্রদেশ।

আবার সাক্ষরতার ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের দিকটিও উঠে এসেছে এই পরিসংখ্যান থেকেই। উত্তরাখণ্ড বা হিমাচলপ্রদেশের মতো রাজ্যে সাক্ষরতার হার যথেষ্ট বেশি হলেও সেখানে লিঙ্গবৈষম্যও যথেষ্ট বেশি। এই দুই রাজ্যে সাক্ষর পুরুষ আর সাক্ষর নারীর ব্যবধান যথাক্রমে ১৩.৬ এবং ১২.৪ শতাংশ। অথচ পশ্চিমবঙ্গে সামগ্রিক সাক্ষরতার হার কম হলেও এখানে লিঙ্গবৈষম্য ৮.৭ শতাংশ। তবে এক্ষেত্রেও সবার থেকে এগিয়ে কেরালা। সেখানে লিঙ্গবৈষম্য মাত্র ২.২ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানেই পশ্চিমবঙ্গ।

অন্যদিকে শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হারেও বেশ খানিকটা তফাৎ ফুটে উঠেছে পরিসংখ্যানে। সমস্ত রাজ্যেই গ্রামের থেকে শহরের সাক্ষরতা বেশি। তবে এক্ষেত্রেও কেরালার ক্ষেত্রে তফাৎটা অনেক কম। মাত্র ১.৯ শতাংশ। রাজস্থান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 793 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবং তেলেঙ্গানায় এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশি। এই দুই রাজ্যে পার্থক্য যথাক্রমে ৩৮.৫ শতাংশ এবং ৩৮ শতাংশ। একমাত্র কেরালাতেই গ্রামীন সাক্ষরতার হার ৮০ শতাংশের বেশি। অন্যদিকে ১৩টি রাজ্যে সংখ্যাটা ৭০ শতাংশের কম।

তবে সামগ্রিকভাবে একথা বলাই যায়, রাজ্যের সাক্ষরতা মূলত প্রশাসনিক সাফল্যের উপরেই নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে কেরালা মডেল বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের চিহ্ন রেখে চলেছে। অন্যদিকে আর্থিকভাবে উন্নত অনেক রাজ্যেও প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে সাক্ষরতা কম। তবে সাক্ষরতার অভাব দক্ষ শ্রমিকের জোগানেও ঘাটতি সৃষ্টি করে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রকে গুরুত্ব না দিলে যে সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয় সেকথা বলাই বাহুল্য।[১৪]

উনিশ শতকে ইংরেজরাজ চেয়েছিল পাশ্চাত্য মডেলে শিক্ষাব্যবস্থা হোক।বিশ শতকের শেষপর্যন্ত সরকারি লণ্ঠনে শিক্ষার জন্য আলো ছিল। একুশ শতকে এসে সরকারি পোষণ প্রায় বন্ধের মুখে। শুধু তাই নয়, গরীব বাংলা মাধ্যমে পড়া ছেলেমেয়েদের সামনেও অর্থ জোগান বা শিক্ষাঋণ বা বেসরকারি স্কুল নির্বাচন করা ছাড়া উপায় নেই। যাদের এই ব্যয়বহুল শিক্ষার সামর্থ্য নেই, সেইসব মুসলিম নারীর অভিভাবক বাল্যবিবাহকে বেছে নিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে নারীর জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প জীবনে পরিবর্তন আনলেও; শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বোঝা ও বেসরকারিকরণে ছাত্রীদের স্কুলছুট ও বাল্যবিবাহ বাড়ছে।

৮. সরকারের অবদান : বর্তমানে কলকাতার লেডিস পার্ক যেখানে, সেখানে রোকেয়া ছাত্রীদের লাঠি খেলার ব্যবস্থা রাখতেন। এখন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলে ব্যায়াম চর্চা ঐচ্ছিক। রোকেয়ার স্কুল হোস্টেল খাদ্য হিসেবে সকালে মেয়েদের দেওয়া হত নিম পাতার রস আর ছোলা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গসহ সরকার পোষিত স্কুলে মিড ডে মিল দেওয়া হয়। যেটুকু প্রোটিন বরাদ্দ সেখান থেকেও লাগাতার চুরি হচ্ছে। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যপণ্যের অসম বণ্টন হয়েছে বিভিন্ন জেলায়, ভাত-ডাল এবং সবজি রান্নার ক্ষেত্রে প্রায় ৭০% কম খরচ করা হয়েছে, অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী খাবার পায়নি।বহু জায়গায় মেয়াদ উত্তীর্ণ পচে যাওয়া, পোকা ধরে যাওয়া চাল ব্যবহার করা হয়েছে। – ২০১৪ সাল থেকে ক্রমাগত প্রতিটি বাজেটে এই প্রকল্পের বরাদ্দ শতাংশের হারে কমেছে। ঠিক যেমন শিক্ষায় বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে সরকার। কোভিড পরিস্থিতিতে প্রায় বৎসরাধিক স্কুল বন্ধ ছিল। সেই সময় মিড ডে মিল হিসাবে চাল আর আলু এবং কালেভদ্রে ছোলা দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ স্কুল বন্ধ থাকার সুযোগে সরকার শিশুদের প্রাপ্য খাদ্যের বাজেট কমিয়ে খরচ বাঁচিয়েছে বিপুল পরিমাণে।[১৫]

ভাবলে অবাক লাগে, শিশুদের খাদ্য চুরি করে তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস কেড়ে খাবার মত অমানবিক হচ্ছে সমাজ। আর রোকেয়ার সামর্থ্য থাকলেও, নিজে সম্পন্ন বাড়ির কন্যা ও বধূ হলেও খেতেন ছাত্রীদের সঙ্গে বসে।

এখন পুঁজিবাদী সমাজে ধর্ম বেড়েছে। ফলে পুঁজির বাহুল্য দেখাতে বোরখাকে আশ্রয় করেছে একশ্রেণির মানুষ। আবার ফ্রান্সে বোরখা নিষিদ্ধ হলে ঝড় ওঠে, ভারতীয় খেলোয়াড় সানিয়ার উন্মুক্ত পোশাক ফতোয়া জারি হয়, ভারতে বোরখা পড়া বেড়েওছে। রোকেয়ার ‘অবরোধবাসিনী’ কি চর্চার প্রয়োজন নয় এখনও!রোকেয়া বলেছিলেন, ‘যখনই কোনো ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।’[১৬]

শিক্ষা প্রত্যেকের জন্য। শিক্ষা মৌলিক অধিকার, শিক্ষার সুবিধা প্রদানের সময় লিঙ্গভিত্তিক কোনো বৈষম্য করা উচিত নয়। যে কোনো দেশে মানব জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী; তাই নারীর সাক্ষরতার হার যে কোনো জাতির আর্থ-সামাজিক সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে নারী শিক্ষার হার পুরুষদের তুলনায় কম কারণ বাবা-মা প্রায়ই তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে অস্বীকার করেন। অনেক গ্রামীণ পরিবার বিশ্বাস করে, যে পুরুষ শিশুরা মেয়ে শিশুদের চেয়ে যেন সমস্ত সুবিধা উপভোগ করতে পারে। আইনি, ধর্মীয়, এবং ঐতিহ্যগত অভ্যাস মেয়েদের পড়াশুনা করতে নিষেধ করে। মেয়েরা প্রায়ই প্রান্তিক হয় এবং তুচ্ছ কারণে এবং অকার্যকর সামাজিক নিয়মের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। যারা স্বল্প আয়ের পরিবারে বেড়ে ওঠেন বা, গ্রামীণ এলাকায় বাস করেন বা প্রতিবন্ধী তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা কম। - প্রান্তিক গোষ্ঠী যেমন এসসি, এসটি, মহিলা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বাধার কারণে শিক্ষার সীমিত সুযোগ পেয়েছে।[১৭]

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, ভারতে মুসলিম মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৫১.৯। ২৫ জন স্নাতক ছাত্রের মধ্যে মাত্র একজন এবং ৫০ জন স্নাতকোত্তর ছাত্রের মধ্যে একজন কলেজে মুসলিম নারী। নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে

বর্তমান ভারতে আগুনে ঘি-এর মতো কাজ করছে ভারতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০। সেখানে নির্ভর করতে হচ্ছে 'মাস্টারের টিউশনি'র উপর। পড়ার চাপ থাকছে আগের থেকে বেশি। কারণ ছ-মাস অন্তর একটি পরীক্ষা থাকবে। কোর্স ও বিষয় বেড়ে গেছে। এই শিক্ষাতে ক্ষতি কার? দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া মানুষ আর নারীদের। ২০১১ সালের ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিজ (এনসিএম) অ্যাক্ট, ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারত বিশ্বের ইসলাম অনুসারী তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হিসাবে চিহ্নিত হলেও জৈনদের শিক্ষার হার বেশি।[১৮]

উপসংহার : নতুন শিক্ষানীতি-২০২০'-তে সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের শিক্ষার মাধ্যমে জীবনের অনিশ্চিত অবস্থার উন্নতির আশাকে ক্ষুণ্ণ করছে। "খসড়ায় শিক্ষার অধিকার আইনকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাড়ানোর কথা বলা হলেও, নীতিটি চতুরতর। এই নীতি শিক্ষার বেসরকারিকরণ এবং ডানপন্থীদের দ্বারা আদর্শিক দখলের একটি নীল নকশা। শিক্ষাকে এই নীতিতে ব্যবহার করা হবে মানুষকে আরও ক্ষমতাহীন করার জন্য।" বলেছেন সেন্ট স্টিফেন কলেজের প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক নন্দিতা নারাইন। তিনি আরও বলেন, -

"সংখ্যালঘুদের জন্য এর প্রভাব এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতিকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।"[১৯]

অতিসম্প্রতি স্লোগান উঠেছে, ফুটপাথে গরীব, স্কুলে ধনী, এটাই জাতীয় শিক্ষানীতি! ভারতে এখনও মুসলমান ধর্মের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষার আলোবঞ্চিত। ড্রপ আউট হবার জন্য পুঁজিবাদী দৃষ্টি বা কেবলমাত্র অতিমারী দায়ী নয়। বরং অতিমারীকে ব্যবহার করে শিক্ষাকে অনলাইন আর ধনীর কাছে তুলে দিতে চায়। ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ দরিদ্রদের থেকে মুখ ফেরানোর আরও ঝকঝকে অস্ত্র। আকুল অন্ধকার শিক্ষার ক্ষেত্রে। ভারতে আরও। রোকেয়া কেবলমাত্র নারীশিক্ষার জন্য ভেবেছেন-এই ধারণা ভুল। যে দিকটাতে ক্ষত সেদিকে উন্নতি ঘটানো ছিল তাঁর লক্ষ্য। সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা পারবে জাতিকে শক্তি দিতে। রোকেয়ার শিক্ষাদর্শন চর্চা তাই বড় জরুরি। বড় দরকার এখন।

Reference:

১. কাদির, আবদুল, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৮১
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, স্রবন্তী, আনন্দবাজার অনলাইন, ৬ই মার্চ, ২০১৯
৩. দীপমালা, যাদব ও সুমা সিং, 'ভারতে নারী শিক্ষার অবস্থা,' শানল্যাক্স ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ইকোনমিক্স, শানল্যাক্স জার্নালস, খণ্ড ৯(১), পৃষ্ঠা ২৮-৩৫, ডিসেম্বর, ২০২০।
৪. মেনেনদেজ সি ই টি -১, ইবোলা ক্রাইসিস দি আনইকুয়াল ইমপ্যাক্ট অন দ্য উইমেন্স অ্যান্ড চিলড্রেন্স হেল্থ, দ্য ল্যান্ড ভলিউম-৩, পি ১৩০৪
৫. https://www.unicef.org/bangladesh
৬. https://www.bbc.com/be ngali/news-49814749
৭. বসু. হক নবনীতা, নারী জাগরণে অনন্য রোকেয়া, সিংহ দিলীপকুমার, বিশ্বকোষ পরিষদ পত্রিকা, ১৪১৫
৮. ঐ
৯. https://www.ganashakti.com/news/School-Closure-of-State-Influenced-by-NEP
১০. https://aajkaal.in/story/3731/national_education_policy_and_its_challenges, 2023
১১. https://www.ganashakti.com/news/School-Closure-of-State-Influenced-by-NEP google_vignette
১২. https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/more-boys-than-girls-dropping-out/amp_articleshow/81537772.cms,14.03.2022
১৩. বসু, হক নবনীতা, নারী জাগরণে অনন্য রোকেয়া, সিংহ দিলীপকুমার, বিশ্বকোষ পরিষদ পত্রিকা, ১৪১৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 88
Website: https://tirj.org.in, Page No. 793 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৪. https://www.peoplesreporter.in/special-article/west-bengal-more-than-7-thousands-primary-schools-disappeared-in-last-10-years ।
১৫.https://nagorik.net/society/education/wb-midday-meal-scam-incredible-instance-of-stealing/
১৬. https://www.prothomalo.com/opinion/letter/86z81nrk69
১৭.https://www.youthkiawaaz.com/2021/09/over-the-years-how-has-female-muslim-participation-in-education-changed/
১৮. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1797310
১৯.https://www.outlookindia.com/magazine/story/india-news-opinion-the-international-corporate-lobby-at-work-behind-our-national-education-policy/302431